নিউইয়র্ক

নরীনের সুস্থতা কামনা

৭০ বছরের নরীন আমার প্রতিবেশী। স্নেহ-মমতায় অসম্ভব একজন ভালো মানুষ। সব ভৌগোলিক সীমারেখা ছাড়িয়ে মানুষই যে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নরীন তার প্রমাণ...

লিখেছেন নিউইয়র্ক থেকে **গীতি**

নাম তার নরীন, বয়স ৭২ বছর। ঠিকানা– ৮০৬ ফস্টার অ্যাভিনিউ। অর্থাৎ তিনি আমার নেক্সট ডোর নেইবার। এদেশে বিল্ডিং নম্বর, রাস্তার একদিকে সব জোড় সংখ্যা যেমন ৮০৬, পরেরটা ৮০৮, পরেরটা ৮১০ এভাবে। আর রাস্তার ওপারে হবে ৮০৭, ৮০৯... এভাবে। '৯৭-এ যখন আমি এ বাসায় প্রথম আসি, সেদিনই নিজ থেকে এগিয়ে এসে আলাপ করেন সাদা চামড়ার এই বৃদ্ধ মহিলা। আমার অবশ্য ধারণা ছিলো তার বয়স ৫০/৫৫। যাই হোক, যে কোনো প্রয়োজনে যেনো তাকে স্মরণ করি। কোন দিন গার্বেজ ডে রিসাইকেল ডে তাও কাগজে লিখে এনে হাতে দিলেন। প্রথম আলাপেই তাকে আমার পছন্দ হয়ে গেলো। যান্ত্রিক সভ্যতার এই দেশে এমন আন্তরিক মানুষটি যখন নিকটতম প্রতিবেশী... খুশি তো হবোই।

নরীনের ১ তলা/২ তলা বাসাটিতে মানুষ মাত্র ২ জন– নরীন এবং তার ভাই-এর ছেলে ৩০ বছরের জন। এই জন একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। ডান পায়ে পোলিও থাকায় হাঁটতে অসুবিধা হয়, লাঠির সাহায্য নিতে হয়। তাছাড়া মানসিকভাবেও সে পুরোপুরি প্রকৃতস্থ নয়। কিন্তু তাতে কি! তার এই শরীরেই সে সপ্তাহে ২ দিন সুইমিং ক্লাবে গিয়ে নিয়মিত সাঁতার কাটে এবং সপ্তাহে ৫ দিন সে তার নির্দিষ্ট বাসে করে একটি কারখানায় যায় কাজ করতে। এছাড়া প্রায়ই দেখি বিকেলে সে লাঠিতে ভর করে একে-বেঁকে রাস্তায় হাঁটতে যায়, বৈকালিক ভ্রমণ! তার ৩-৪ জন ঘনিষ্ঠ বন্ধু/বান্ধবীও আছে, যারা তাকে সুইমিং ক্লাবে বা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে নিয়ে যায়। এছাড়াও সপ্তাহে ২ দিন বাসার সামনে গার্বেজ ক্যান্ ফেলা এবং ফুটপাত ঝাড়ু দেওয়াও তার অন্যতম কাজ। জনকে দেখি, আর অবাক বিস্ময়ে হতবাক হই, কি প্রচন্ড তার মনোবল..এত সব প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও জীবন থেকে প্রায় ষোলআনাই সে আদায় করে নিয়েছে।

নরীনের কোলে শিশু অনিম

জনের কথা থাক, নরীনের কথায় আসি। নরীন আমাকে বলে, 'তোমার সাথে আমার নামের কত মিল, দেখছো?' প্রসঙ্গত বলি, আমার ভালো নাম আফরীন। হ্যা... মিলই বটে, তবে আমরা দু'জন দুই জগতের বাসিন্দা। আমার জীবন, আমার স্বামী, সন্তান, সংসার, মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মোটামুটি অন্য দশজন বাংলাদেশী মেয়ের মতই। কিন্তু নরীনের জীবন অনেকের থেকেই অন্যরকম এবং এই অন্যরকম জীবন সে নিজেই ভালোবেসে গ্রহণ করেছিলো যৌবনের প্রারম্ভে মাত্র ১৯ বছর বয়সে। নিজেকে সে একজন 'নান' হিসেবে উৎসর্গ করেছিলো এবং দীর্ঘ ৩০টি বছর এ পোশায় ছিলো। প্রায় ৫০ বছর বয়সে সে তার অসুস্থ মা'র শয্যাপাশে এসে দাঁড়ায় এবং তার মায়ের জীবনের শেষ ৩ বছর তাকে সঙ্গ দেয়। ইতিমধ্যে এক মারাত্মক অগ্নি দুর্ঘটনায় নরীনের ছোট এক ভাই ৮ সন্তান রেখে মারা যায়। এই ৮ সন্তানকে তখন নরীনের মা ও নরীনের অন্য ভাই-বোনেরা ভাগাভাগি করে গ্রহণ করে। এই ৮ সন্তানের অষ্টম সন্তানই জন। তখন সে ছিলো ৮ বছরের বালক। সেই থেকে নরীন আর জন এই ৮০৬-এর বাসাতেই (নরীনের মা নরীনকে দিয়ে যায় এই বাসায়) রয়ে গেছে দীর্ঘ ২২/২৩ বছর। এই ২২ বছর নরীন স্কুল টিচার হিসেবে কাজ করেছে, নিজেই গাড়ি চালিয়ে স্কুলে গেছে, বাজার-হাট করেছে। গত বছর সে অবসর গ্রহণ করে। একটু একটু করে বেড়ে ওঠে, পারকিনসিন্স্ ডিজিস তার শরীরকে এখন অনেকটাই কাবু করেছে। গাড়ি চালাতে পারে না এখন আর।

গত মাসে হঠাৎ একদিন মনে হলো, বেশ অনেকদিন তাকে দেখি না। ফোন করলাম, জানলাম স্পাইন্যাল কর্ডে মেজর অপারেশনের পর ৩ সপ্তাহ হাসপাতালে কাটিয়ে দুই দিন আগে বাসায় ফিরেছে। শুনে ভীষণভাবে অনুতপ্ত হলাম, ছিঃ ছিঃ এতকিছু হলো জানলামই না! অথচ তার কাছ থেকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা নেওয়ায় কখনই কার্পণ্য করিনি। আর আমার অনিমকেও সে কি স্নেহই না করে। জন্মের সাথে সাথে নতুন জামা-জুতা কিনে দেখতে আসা, গত ৩ বছরে প্রতি ক্রিসমাসে/থ্যাংস গিভিং-এ অনিমকে সুন্দর সুন্দর গিফট করা কিংবা বাসার সামনে দেখা হলেই এগিয়ে এসে ' Let me give you a kiss' বলে জড়িয়ে ধরা... নাহ্ ...প্রতিদানে তাকে কি দিয়েছি আমি? ফোন রেখে সাথে সাথে সব্জি দিয়ে নাস্তা (নুডল্স) রান্না করে তখনই গেলাম। দোতলায় বেডরুমে শুয়ে ছিলো, আহা... শুকিয়ে কি হয়েছে... আমার দু'চোখে পানি এসে গেল। আমার দিকে তার কম্পমান দু'হাত বাড়িয়ে দিলো, মুখে কি সরল সেই হাসি... মনে হলো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলি– নরীন, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি।

টোকিও

ভেন্ডিং-এ শিম্পাঞ্জি

জাপান বা আমেরিকা পৃথিবীর সেরা অর্থনীতির দেশ। ওরা জানে কিভাবে জনগণের পকেটের পয়সা হাতিয়ে নিতে হয়

ছ'বছরের মেয়ে শিম্পাঞ্জি 'চিকো'। টোকিওর হিনোর তামা জ্যুওলজিকাল পার্কে ওর বসবাস। প্রতিদিন অসংখ্য দর্শক আসে এই পার্কে। চিকোর থাকবার ব্যবস্থাটা বেশ খোলামেলা, অবাধে দর্শকদের সাথে মিশে যেতে পারে। পাশেই একটা ভেন্ডিং মেশিন, প্রতিদিনই অনেকেই তাতে কয়েন ঢুকিয়ে ড্রিংকস বের করে খায়। শিম্পাঞ্জি কতটুকু অনুকরণে পারদর্শী তা পরীক্ষা করতে কর্তৃপক্ষ ওকে একটা কয়েন দেয়। কি আশ্চর্য, নিমেষেই চিকো তার কয়েন ভেন্ডিং মেশিনে ঢুকিয়ে একটা ড্রিংকস বের করে ফেলে। যদিও তা খাবার ভাগ্য তার হয়ে ওঠেনি। অপর এক শিম্পাঞ্জি তা থাবা মেরে নিয়ে হুক খুলে খেয়ে ফেলে। সাধারণত মানুষের হাতের চেয়ে শিম্পাঞ্জির হাতের আদল আলাদা ধরনের, কয়েন শ্লটে কয়েন ঢুকানোটা কষ্টকর হলেও শিম্পাঞ্জি তাতেও সফল হয়েছে। ছবিতে শিম্পাঞ্জি 'চিকো'।

চিকো ভেন্ডিং মেশিনে কয়েন দিচ্ছে

কাজী ইয়াজদান হক , ইনান, টোকিও

মিতাকা সিটি

ইমিগ্রেশনে সারেন্ডার

জাপানে বিভিন্ন দেশের প্রচুর সংখ্যক ইলিগ্যাল এন্ট্রি রয়েছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। যারা স্বেচ্ছায় ইমিগ্রেশন ব্যুরো অফিসে যেতে চান তাদের জন্য কিছু সুপারিশ

জাপানের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রবাসী, যাদের অধিকাংশই ওভার স্টে অথবা ইলিগ্যাল এন্ট্রি। এদের মধ্যে চীনাদের সংখ্যা তালিকার শীর্ষে। এরপর কোরিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত। আমাদের বাংলাদেশেরও স্থান ২০-এর মধ্যে। গত দু'দশক ধরে প্রায় প্রতিদিনই এসব দেশ থেকে আসা বিদেশীর সংখ্যা নানাভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওভার স্টে অথবা ইলিগ্যাল এন্ট্রির ফলে। আবার এদের ভেতর থেকে প্রতিদিনই কিছু সংখ্যক বিদেশী স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণ করছেন ইমিগ্রেশন ব্যুরোর অফিসে গিয়ে। সেখানে উপস্থিত হবার পর পাসপোর্ট, টিকেট এমনকি কর্তৃপক্ষের দেয়া ফরমটিও সঠিকভাবে পূরণে অক্ষমতার কারণে কর্তৃপক্ষের দ্বারা নানারূপ

ইমিগ্রেশন ফরম

Nationality	Sex	Male Female	
Name			
Last	First	Middle	
Date of Birth	19 year	month	day
Address in japan			
C/0		Tel	
Address of working Unit			
Name of working unit		Tel	
Reason For Return To Home Country			
Data of Enter	19 Year	Month	Day
Place of Enter			
About Passport	Real/Forged Nations	The passport Under The Name of	
Period of Stay	Year/Month/Day		
Status of residence			
Humber of violations		None/Time	

ঝামেলা ও হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়। অথচ একটু সজাগ এবং সতর্ক থাকলেই কেবল অতিরিক্ত যে কোনো রকমের ঝামেলা এড়ানো সম্ভব।

অনেকেই মনে করে থাকেন, টিকেট বুকিং দিয়ে অথবা টিকেট সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে অথবা কেউ কেউ ভাবেন অফিস টাইমের ভেতর যে কোনো সময় হাজির হলেই কাজ হয়ে যাবে। আবার অনেকে নির্ধারিত ফরম পূরণে অনেক কিছু গোপন করেন অথবা মিথ্যা উপস্থাপন করে থাকেন। যেমন– সর্বশেষ কর্মস্থলের সঠিক ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, কি কারণে নিজ দেশে চলে যেতে ইচ্ছুক, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইন্টারভিউ গ্রহণের সময় একই প্রশ্নের উত্তরে একেকবার একেক ধরনের উত্তর দেয়া ইত্যাদি বহুবিধ কারণে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাড়তি ঝামেলা, মানসিক চাপ এবং নানাবিধ দুর্ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই যেহেতু স্বেচ্ছায় নিজেকে সমর্পণের মাধ্যমে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে সবাই দেশে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক, তাই কোনোভাবেই কোনোরূপ মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে এবং সঠিক সময়ে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের অফিসে হাজির হয়ে কোনোরূপ গোপনীয়তা ব্যতিরেকে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে তাদের দেয়া সিরিয়াল অনুযায়ী ইন্টারভিউ প্রদান করে নির্ঝঞ্ঝাট এবং ঝামেলামুক্ত পরিবেশে স্বদেশে শুভ প্রত্যাবর্তন হোক এটাই সবার কামনা।

এক্ষেত্রে প্রথমে করণীয় হচ্ছে আপনি যে তারিখে ইমিগ্রেশনে যেতে ইচ্ছুক তা থেকে কমপক্ষে ১ মাসের সময় যেন আপনার পাসপোর্টে মেয়াদ উর্ত্তীণের উল্লেখ থাকে। দ্বিতীয়ত, কোনোরূপ টিকেট সঙ্গে না নিয়ে শুধুমাত্র উক্ত পাসপোর্টসহ সকাল ৯টার ৫ মিনিট পূর্বে ইমিগ্রেশন অফিসে হাজির হওয়া। সেখানে পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রবেশের সুবিধার জন্য লাইনের পদ্ধতিতে পরিবেশ বজায় রাখা। তৃতীয়ত, প্রবেশদ্বার দিয়ে প্রবেশের সাথে সাথেই স্বল্পমাত্রায় ইন্টারভিউ গ্রহণের ফলে যে ফরমটি আপনাকে প্রদান করা হবে তার কোনোরূপ গোপনীয়তা বর্জন করে নিজ হাতে সার্বিকভাবে তা পূরণ করে কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেয়া। সবার সুবিধার্থে ফরমটির বর্ণনা বক্সে দেয়া হলো। সবশেষে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছুক প্রত্যাবর্তনকারীর শেষ ইন্টারভিউ গ্রহণ করে পুনরায় উক্ত ইমিগ্রেশনে হাজির হওয়ার জন্য তারিখ উল্লেখ পূর্বক একটি অতিরিক্ত ফরমসহ পাসপোর্টটি পাসপোর্টধারীর কাছে ফেরত দেবেন। সাথে জানিয়ে দেবেন নিজ খরচে প্রত্যাবর্তনকারীর টিকেটে যাতে নিজ দেশে সর্বশেষ গন্তব্যস্থল পর্যন্ত উল্লেখ থাকে, সে অনুযায়ী যেন টিকেট সংগ্রহ করা হয় এবং তা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করেই কেবল ইচ্ছুক প্রত্যাবর্তনকারী তার শেষ অনুমোদন লাভ করবেন।

শতাব্দী করিম
১২/১৩ মিসাওয়া, মিতাকা সিটি, টোকিও ১-৩-১২, জাপান

টোকিও

বিশ্বের মূল্যবান পোশাক

সম্প্রতি লন্ডনের Natural History Museum-এ বিশ লাখ ডলার মূল্যের এক পোশাক ফ্যাশন শোতে উপস্থাপন করা হয়। ২০০০ ক্যারেট পান্না, ২০০০ ক্যারেট হীরা খচিত এই পোশাক বিশ্বের ব্যয়বহুল বলে প্রচার করা হয়েছে। ছবিতে দেখুন জনৈকা মডেল মূল্যবান পোশাক পরিহিত অবস্থায় দর্শকদের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করছেন।

নাছির উল্লাহ্ মৃধা সেলিম
টোকিও, জাপান

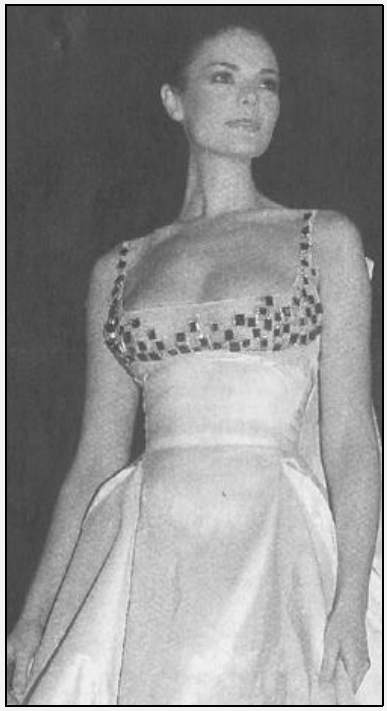

মূলবান পোশাকে একজন মডেল

জার্মানি

ফিরে আসা

অনেক কষ্টে তবে এসেছিলেন এদেশে। এক অজ্ঞাত কারণে ফিরে গেলেন দেশে। কিন্তু ফিরে যাওয়া ছিল এক ভুল সিদ্ধান্ত। দেশে যে কিছু করার নেই

'৭৮ সালে জার্মান এসেছিলেন ভাগ্যানুসন্ধানে। ধরা যাক তার নাম 'z'. সাহেবের সাথে আমার পরিচয় আমাদের গ্রামের প্রাথমিকও উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে, এক জ্যোৎস্নাস্নাত সন্ধ্যায়। তখন আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। কলেজ ছুটিতে বাড়ি গেলে স্কুলের মাঠে খেলাধুলা বিশেষ করে বল খেলা ছিল অবধারিত। এমনই একদিন খেলা শেষে আমরা সমবয়সী ও কয়েকজন শিক্ষক মিলে ছিলাম আড্ডায় আলোচনায়রত। দুদিন পর স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা' তার প্রস্তুতি পর্ব। এমন সময় দাড়িওয়ালা পায়জামা-পাঞ্জাবি ও শান্তি নিকেতনি ব্যাগ কাঁধে কবি কবি ভাবের এক ভদ্রলোকের আগমন। বয়স হয়তো ত্রিশ-বত্রিশের কোঠায়। তিনি আসার সাথে সাথে সবাই বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম জানালেন। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে পরিচয় দিলাম। শিক্ষক দু'জনের একজন আমার কানে কানে বললেন, হাইস্কুলের নতুন প্রধান শিক্ষক টঙ্গি থেকে এসেছেন। বাড়ি যশোর। অল্পক্ষণেই শিল্প সাহিত্য ক্রীড়াকলা প্রেমিক ভদ্রলোকের আলাপ-আলোচনায়, উপস্থাপনায় ভক্ত হয়ে গেলাম। সেদিন থেকে তিনি আমারও স্যার, আজ অবধি স্যার। সম্ভবত '৭৬ সালের প্রথমদিকে প্রহলাদপুর হাইস্কুলের পরিচালনা কমিটির সাথে বনিবনা না হওয়ায় তিনি স্কুল ছেড়ে চলে যান। এরপর আর যোগাযোগ ছিল না।

'৭৮ সালের গ্রীষ্মের এক সকালে ৯টা/১০টার দিকে ফার্মগেটে দেখা। তিনি জানালেন আজই ফ্লাইট, প্যারিস যাবেন, তারপর সীমান্ত পথে জার্মানি। তিনি আমার বনানীর ঠিকানা জানতেন। অনুরোধ করলাম পৌঁছে চিঠি দিতে। প্রায় ৪/৫ মাস পর একটি ছোট ভিউকার্ড পাই। সাথে একটি লেখা বিচিত্রার 'প্রবাস থেকে' কলামে পৌঁছে দেয়ার জন্য। সে-ই থেকে পত্রে পাকাপোক্ত যোগাযোগ। জার্মানিতে পৌঁছে আমারও মনোবাসনা জানালে তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা করেন। '৭৯ সালের শেষ প্রান্তে আমিও চলে আসি জার্মানি। ভাই, বন্ধু,পুত্র সব ধরনের স্নেহ ভালবাসাই তার কাছ থেকে পেয়েছি। পায়ে হাঁটার সমস্যা সত্ত্বেও কঠোর পরিশ্রম করতেন। চেনা-জানা সবার সুখ-দুঃখের আনন্দ-বেদনার ভাগিদার হতেন বলে সবার প্রিয় ছিলেন।

কয়েক বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফসল ক্যামেরা, ফ্রিজ, টেলিভিশন এবং নগদ অর্থ নিয়ে ৮৪/৮৫ সালের দিকে জার্মানি ছেড়ে দেশে চলে যান। ছেলে-মেয়ে বড় হচ্ছে, তাদেরকে মানুষ করতে হবে এমনতর ধারণা নিয়ে। তারপর যোগাযোগ ছিল না। তবে লোকমুখে শুনেছিলাম পূর্বপেশায় ফিরে না গিয়ে ব্যবসা শুরু করেছেন। '৯৬ সালের কোনো এক সন্ধ্যায় তিনি আমার বাসায় হাজির। স্কুলের মাঠে সেদিন তাকে দেখে যেমন অবাক হয়েছিলাম, তেমনি বিস্মিত হলাম পুনরায় জার্মানিতে দেখে। ঘটনা শুনে বুঝতে অসুবিধা হলো না যে দেশে ফেরত যাওয়াটা ছিল ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ শত আলী স্বপ্ন নিয়ে গেলেও দেশে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি বলে পুনরায় জার্মানিতে প্রত্যাগমন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আইনের ফাঁক-ফোকরে আমি জার্মানি পাসপোর্টধারী হয়ে গেলাম। নিজের আয়ের ওপর মোটামুটিভাবে দাঁড়িয়ে গেছি– যদিও মাটিটা অনেকটা বালির বাঁধের মত নরম। ভদ্রলোক এখন এখানেই আছেন। পূর্বের কর্মস্পৃহা আর সুযোগ-সুবিধা আর নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জার্মানি

বোলজানো

উৎসবের দিনে আমরা

বাস্তবতার কঠোর নিষ্পেষণে প্রবাসীরা দিশেহারা। উৎসব উপভোগ করা খুবই কঠিন

ঈদের শাব্দিক অর্থ খুশি, ব্যবহারিক অর্থ আনন্দ। কিন্তু যন্ত্রদানব ইউরোপের কন্টকাকীর্ণ প্রবাস জীবনে প্রায় সকলেই এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত। বাস্তবতার কঠোর নিষ্পেষণে আমরা নিষ্পেষিত। কাজ ও পারিপার্শ্বিকতার চাপে আমরা দিশেহারা। ঈদের আনন্দ উপভোগ করার এতটুকু অখন্ড অবসর যেনো কারো নেই। এই সমস্ত গৎবাঁধা বুলিকে উপেক্ষা করে এবারের ঈদ (ঈদুল আজহা) সত্যিই আমাদের জন্য আনন্দের বার্তা বয়ে এনেছে।

৫ মার্চ, সোমবার ঈদের দিন। বোলজানো শহরের উপকণ্ঠ কালদারোতে আমরা কয়েকটি পরিবার মিলে এবারের ঈদ উৎসব উদ্‌যাপনের আয়োজন করি। সকাল থেকেই শুরু হয় অনুষ্ঠানমালা। পুরুষরা নামাজ পড়তে যায়, তারপর কোরবানি। বাসায় মেয়েরা রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, হৈ-হল্লা নিয়ে ব্যস্ত। সন্ধ্যার পর শুরু হয় ব্যতিক্রমধর্মী একটি অনুষ্ঠান যার অন্তর্ভুক্ত ছিল তেলাওয়াতে কালামে পাক। এ পর্যায়ে মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মাওলানা এরফান উদ্দীন। পবিত্র ঈদুল আজহা এবং তার তাৎপর্য নিয়ে তথ্যভিত্তিক বক্তব্য রাখেন শেখ মহিতুর রহমান বাবলু। উপস্থিত বক্তৃতায় অংশ নেয় বাদল মিয়া চুন্নু ও সিরাজুল ইসলাম। তাদের আলোচ্য বিষয় ছিল পর্যায়ক্রমে আমি যদি শ্রীদেবীর স্বামী হতাম ও আমি যদি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হতাম। অনুষ্ঠানের একঘেয়ে দূর করতে এবার আসে ইফফাত আরা। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। তারপর লাবণ্য হক। কবিতা শেষ হতে না হতেই শুরু হয় সংগীতানুষ্ঠান। সংগীত সন্ধ্যায় মাতিয়ে তোলে শিশুশিল্পী নাতাশা, হ্যাপি ভাবি, সুলেখা ভাবি, মনিরুজ্জামান মালেক, বাদল মিয়া চুন্নু এবং জাকির হোসেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আঞ্জুমান আরা নীলা।

ক্যাপশান

IFFAT ARA
L.L.B, Via Molini-14
39040 Termeno (Bz), Italy

প্রবাসে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

প্রায় প্রতিটি জাতীয় অনুষ্ঠান প্রবাসে জাঁকজমক পূর্ণভাবেই পালিত হয়। প্রবাসীরা জেলা এমনকি থানা পর্যায়েও আলাদাভাবে অনুষ্ঠান করে থাকেন

নিউইয়র্ক

অনুষ্ঠানে একজন প্রবাসী বক্তব্য রাখছেন

বাংলাদেশের ৩১তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ৩১ মার্চ ঢাকা ক্যাফে ঝিলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সোসাইটি আয়োজন করে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ড: আমিনুল ইসলাম বলেছেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রাপ্তি ও প্রত্যাশা মূল্যায়নের সময় এসেছে। কেবল ভৌগোলিক স্বাধীনতা পেয়েছি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের মেলেনি। বিশেষ অতিথি ডা: মইনুল ইসলাম মিয়া বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি বলেন, বাংলাদেশের অস্তিত্বের স্বাধীনতার লাল সবুজ পতাকা আমাদের প্রবাসের গর্বের ধন। বিশেষ অতিথি মোর্শেদ আলম বলেন, কমিউনিটি হিসাবে আমরা এখনো মূলধারার সাথে প্রতিযোগিতায় আসতে পারিনি, তবে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি শফিউদ্দিন কামাল। তিনি বলেন, প্রজন্মরা যাতে আমাদের বাংলাদেশের কৃষ্টি সংস্কৃতি বীরগাথা ইতিহাস ধরে রাখতে পারে সেই প্রচেষ্টা আমাদের করতে হবে। ঘরে ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতে সবাইকে অনুরোধ জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতেই এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল আহমেদ এবং আলমগীর। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শফিউদ্দিন খাদেম, সহিদুর রহমান, চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি মুকুল, জাহের খান, বিষ্ণু ঘোষ, রইছ উদ্দিন, নোয়াব মিয়া, খাদেম এবং আরো অনেকে। দ্বিতীয় পর্বে ছিলো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাহমিনা শহিদ বেবী, শারমিন মাহবুব, গোপাল দাস। তবলায় ছিলেন প্রদীপ চক্রবর্তী। এরপর ছিলো ডকুমেন্টারি ছবি (বাংলাদেশ ডেড লাইন)।

বিউটি কামাল/বন্ধন , রিচমন্ড হিল, নিউইয়র্ক

লন্ডন

মহান স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে প্রবাসে যুক্তরাজ্যে অধ্যয়নরত আইন, ব্যবসায় প্রশাসন, মেডিকেল এবং কম্পিউটার সায়েন্সের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে সম্প্রতি এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'প্রজন্ম বাংলাদেশ'-এর ব্যানারে ২৫ মার্চ লন্ডনস্থ ডকল্যান্ডের হলরুমে দেবাশীষ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন আফতাব উদ্দিন আহম্মদ, হামিদুল মেজবাহ, আল আমিন, রকিব বিন হোসেন, পারভীন সুলতানা, রুক্সি, পাভেল, চৌধুরী, শিমুল মোস্তাফা, এস রহমান শামীম, রবিন ইসলাম, জাহিদ প্রমুখ। উল্লেখ্য, 'প্রজন্ম বাংলাদেশ' নামে অরাজনৈতিক সংগঠনটি উক্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করে। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। সভার শুরুতে মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বক্তারা বলেন, অসৎ রাজনীতিবিদ, দুর্নীতিবাজ আমলা, ধর্ম ব্যবসায়ী, ঋণখেলাপি, কালো ব্যবসায়ীদের হাত থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে হবে। আর এজন্য প্রবাসে উচ্চ শিক্ষায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

একজন বক্তব্য রাখছেন

হামিদুল মেজবাহ
London, U.K.

প্যারিস

গত ১ এপ্রিল ESPAC A.B.C 3, Ruedelachapelle, Paris 75018 হলে মহান স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ফ্রান্স বিএনপি'র পক্ষ থেকে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট সমাজ সেবক ফ্রান্স বিএনপি'র সম্মানিত সভাপতি ডক্টর আবদুল মালেক-এর সভাপতিত্বে, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম ঢালীর পরিচালনায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ করা হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হেদায়েত হোসেন শহীদ। মহান স্বাধীনতা দিবসের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন– ডক্টর আবদুল মালেক, সারোয়ার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো আঃ বারেক ফরাজী, বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল ইসলাম ঢালী, বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা বিবাল লারমা, বীর মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোশারফ হোসেন মিলন, সাজেদা বেগম সাজু, মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, হেদায়েত হোসেন শহীদ, শাখাওয়াৎ হোসেন বিপু, হাজী হাবিবুর রহমান, খলিলুর রহমান, রিপন হাওলাদার, মনির হোসেন খান প্রমুখ। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে পরিচিত বীর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের বক্তব্যে বলেন যে, আমরা পাকিস্তানের গোলামীর শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করে ভারতের গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিনি। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধারা আবারও গর্জে উঠবে ১৯৭১-এর উদ্দীপনা নিয়ে।

Mohamed Abdul Barek Farazi
5, Place Roger Salengro , 95140, Garges les Gonesse , Paris, France

গুনমাকেন

তাকে মনে পড়ে

তবু একদিন ফিরে যেতে হয়। শত অনিশ্চয়তা জানা সত্ত্বেও জীবনের কিছুমাত্র নিশ্চয়তা যেখানে নেই তা জেনেও ফিরতে হয়। এ যে স্বদেশ!

দীর্ঘ দশ বছর প্রবাস জীবন কাটিয়ে সম্প্রতি দেশে চলে গেলেন মাহফুজ ভাই। মাসের শেষে লক্ষাধিক টাকা বেতন, ঝকঝকে চকচকে রাস্তা-ঘাট, দ্রুতগামী ট্রেন, বন্ধু-বান্ধব রেখে নিশ্চিত জীবনের মায়া কাটিয়ে অনিশ্চয়তার দেশ বাংলাদেশে ফিরে গেলেন।

স্বদেশের কথা মনে হলে বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। পত্রিকায় ছবি দেখি– জনপ্রতিনিধি চারদিকে ক্যাডার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ক্যাডাররা অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করে মানুষ শিকার করছে, পুলিশ তাদের পাহারা দিচ্ছে। আঁৎকে উঠি এসব দেখে। তবুও অন্যের দেশের সর্বসুখ ফেলে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য মন কাঁদে।

জাপানে যখন এসেছিলাম তখন আমার এক আত্মীয়র মাধ্যমে অপু ভাইয়ের (মরহুম কৌতুক অভিনেতা রবিউলের ছেলে) কাছ থেকে মাহফুজ ভাইয়ের ফোন নম্বর নিয়ে এসেছিলাম। দেশে থাকতে জানতাম জাপানে গেলেই লাখ টাকা বেতনের চাকরি কোনো ব্যাপার না। কিন্তু এসে দেখলাম চাকরির অবস্থা আমাদের দেশের মতই সোনার হরিণ। ফোনে যোগাযোগ করে সুদূর নাগোয়া থেকে গুনমাকেন চলে এসেছিলাম মাহফুজ নামের এক অচেনা লোকের কাছে। জাপানে বাঙালিরা একজন আরেকজনকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। একান্ত বাধ্য না হলে কথা বলতে চায় না, অথচ মাহফুজ ভাইয়ের আন্তরিকতা দেখে মনে হয়েছে কত দিনের চেনা, কত আপনজন।

ল্যান্ডমার্ক টাওয়ারে লেখকের সাথে মাহফুজ ভাই

মাহফুজ ভাই আমাকে চাকরি জোগাড় করে দিয়েছে। শত ব্যস্ততার মাঝেও খোঁজ রেখেছে কেমন আছি, শিখিয়েছে কেমন করে কথা বলতে হয়, চলতে হয়, কেমন করে বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হয়। মাহফুজ ভাইয়ের সাথে ঘুরেছি কত জায়গায়। তাতাইবাসীর ফুলের পার্কে। ইয়াকোহামার সি প্যারাডাইসে, পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী লিফটে চড়ে উঠেছি ল্যান্ড মার্ক টাওয়ারে, ঘুরেছি কত না জায়গায়!

মাহফুজ ভাই দেশে চলে যাওয়াতে নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ আর অসহায় মনে হয়। জানি না মাহফুজ ভাইয়ের সাথে আর দেখা হবে কি না। কিন্তু আমার চিরদিন মনে থাকবে এই অসাধারণ বাঙালির স্নেহ-ভালোবাসার কথা, খুব মনে পড়বে যখন একটা চাকরির দরকার হবে, মনে পড়বে অসুস্থ হয়ে যখন একা একা হাসপাতালে যেতে হবে, হয়তো মনে পড়বে দূরের স্টেশনে গিয়ে স্টেশন খুঁজে না পেলে, মনে পড়বে যখন এখানে রাস্তাঘাট আলোকিত করে চেরি ফুল ফুটবে। তখন হয়তো মনে মনে বলব ইস্! মাহফুজ ভাই থাকলে কত না ভালো হতো। কামনা করি স্বদেশে যেন এই মানুষটা খুব ভাল থাকেন।

Shahidullah
376-0137 Setagon, Akagiyama-712-204, Gunmaken, Japan

ব্রিক্সেন

জীবন যেখানে যেমন

ইউরোপ বা আমেরিকার দেশগুলো যেন সবই ছবির মতো। প্রথম প্রথম মুগ্ধ হলেও সময়ে সবই একঘেয়ে হয়ে যায়, বরং দেশের এলোমেলো ভাবটাই ভালো লাগে

বছর তিনেক হলো এদেশে এসেছি। যে মুগ্ধতা নিয়ে দেশ থেকে এসেছি তার অনেকটাই এখন স্তিমিত, দেশে থাকতে যে স্বপ্নের পরবাস প্রায় হাতছানি দিয়ে ডাকত, এখানে এসে দেখি সে স্বপ্নের সাথে বাস্তবের অনেকটা ফারাক। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের হরেক রকম ব্যবস্থা আছে বটে, তবে তার জন্য মূল্যও বড় কম দিতে হয় না। তাই স্বপ্নের মুগ্ধতা কাটতে বেশিদিন সময় লাগে না। এখানকার সবক'টা শহর প্রায় একই রকম। সেই সাজানো-গোছানো ঘরবাড়ি, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্তিতা– যা প্রথম প্রথম অবাক বিস্ময় নিয়ে দেখতাম এবং ভাবতাম, দেশের সাথে কতই না পার্থক্য! ক্রমে ক্রমে তাও কেমন একঘেয়ে হয়ে আসে। আমরা যারা দেশে থাকতে অনেক নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করতাম না, তারাও এখানে এসে দিব্যি সব মেনে চলি। অবশ্য না মেনে উপায়ও নেই।

মাঝে মাঝে একঘেয়েমি কাটাতে সুপার মার্কেটগুলোতে ঢুঁ মারি। হেন জিনিস নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। অনেক সময় দোকানের জিনিসপত্রের চাইতে এর বাইরের সাজসজ্জা নজর কাড়ে বেশি। বড় বড় মার্কেট থেকে শুরু করে ছোট ছোট দোকানগুলো ও তাদের পসরার সাথে সঙ্গতি রেখে এত দৃষ্টিনন্দন করে সাজানো থাকে যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। খুব বেশি দামি জিনিসপত্র যে ব্যবহার করা হয় তা নয়, নিতান্ত এদেশীয় ঘরোয়া জিনিস যেমন– গাছের বাকল, গুঁড়ি, শুকনো পাতা, মৌসুমী ফল, ছেঁড়া কাগজ, তুলা, বিভিন্ন বীজ ইত্যাদিতে ২/১ মাস অন্তর সাজসজ্জার পরিবর্তন করে নতুনত্ব আনা হয়। আসলে এদের আইডিয়া বা উপস্থাপনাই অন্যরকম। এমনকি বইয়ের দোকানগুলো এসবের বাইরে নয়। বইয়ের দোকানগুলোর সামনে এলেই অজান্তে মনটা খারাপ হয়ে যায়। বিশ্ব সাহিত্যের এত নামী-দামি বইগুলো চোখের সামনে অথচ পড়া হয়ে ওঠে না।

প্রায় সবই ইটালিয়ান বা জার্মান ভাষায়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর কল্যাণে সদ্য সমাপ্ত বইমেলায় প্রকাশিত বইয়ের খানিকটা বিবরণ পড়ে মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

দেশে থাকতে এ বইমেলা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে কত আড্ডা-আলোচনা। এখন সেসব শুধুই স্মৃতি। তবে এখানে যারা আমাদের নতুন প্রজন্ম, যাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা এখানে হয়তো স্কুল-কলেজে পড়বে, এখানে তারা এ সমস্যায় পড়বে না। বাবা-মার কাছ থেকে যেমন স্বদেশী শিক্ষা পাবে, তেমনি এদেশীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে উঠবে। বিশ্ব সংস্কৃতি সত্যিকার অর্থে হবে তাদের জন্য উন্মুক্ত।

Nasreen Sultana Rita
Unterdrittel gasse-14
39042 Brixen , Italy